অর্থাৎ যে জন শ্রীবিষ্ণু প্রতিমাতে শিলাবুদ্ধি, শ্রীভগবন্মন্ত্রোপদেষ্টা ও ভজন-শিক্ষাদাতা শ্রীগুরুবর্গে সাধারণ নরবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু অথবা বৈষ্ণবগণের কলিমলমথনকারী চরণামৃতে সাধারণ জলবুদ্ধি, পরম পবিত্র সকল পাপহারী ভগবন্নাম ও মন্ত্রে সাধারণ শব্দবুদ্ধি, সর্ব্বেশ্বরগণ-আরাধ্য-পদারবিন্দ শ্রীবিষ্ণুতে দেবতাসামান্যবুদ্ধি করে, সে জন নিশ্চয়ই নারকী; এতাদৃশ মূর্খেরই ভগবৎপ্রতিমাতে ভগদ্দৃষ্টি না থাকাতে সর্ব্বভূতে অবজ্ঞা করা সম্ভব হয়। অতএব, সর্ব্বভূতাবজ্ঞা দোষে যেমন কেহ ভস্মেতে আহুতি প্রদান করিলে সেই আহুতির জন্য কোনই ফললাভ হয় না, তেমনি শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাবিহীন জনের শ্রীভগবৎপ্রতিমা পূজাতেও ফললাভ হয় না। শ্রীভগবদ্গীতায় সপ্তদশ অধ্যায়ে উক্ত—

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহরজস্তমঃ॥

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! যাহারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া লৌকিক শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে উপাসনা করে, তাহাদের সেই নিষ্ঠা কি সাত্ত্বিকী, রাজসী অথবা তামসী? ইত্যাদি প্রমাণে উক্ত রীতিতে লোকপরম্পরানুসারে যদি প্রতিমা-পূজনে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে কিন্তু কনিষ্ঠ-ভাগবত-লক্ষণে পর্য্যবসিত হইবে। যেহেতু—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যৎ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ যেজন শ্রীহরিসন্তোষার্থে শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে প্রতিমাতেই পূজা করেন অথচ ভগবদ্ভক্তগণে কিম্বা সাধারণ জীবসমূহে সম্মান বা আদরবুদ্ধি করেন না, সেই ভক্ত প্রাকৃত; অর্থাৎ এখনই মাত্র ভক্তসমুচিত স্বভাবের প্রারম্ভ হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।২ অধ্যায়ে এইরূপ উক্তিতে লৌকিকী-শ্রদ্ধাযুক্ত ভাগবৎপ্রতিমা সেবককে কনিষ্ঠ ভাগবতের মধ্যে কনিষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এস্থানে “শ্রদ্ধা” শব্দে লৌকিকী শ্রদ্ধাই বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রতাৎপর্য্য অবধারণ-জনিত শ্রদ্ধা থাকিলে ভগবদ্ভক্তে ও সর্ব্বভূতে অবশ্যই তাহার আদরবুদ্ধি থাকিত, এই কনিষ্ঠ ভাগবতের মধ্যে কনিষ্ঠ ভাগবতও কালে মহাভাগবত হইবেন। যদ্যপি যথাকথঞ্চিৎ ভজনেও অবশ্য ফললাভ হইয়া থাকে, তথাপি সর্ব্বভূতে আদরবুদ্ধি না থাকিলে সত্বর ফললাভ হইবে না—

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স হৃদে সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতঃ॥